Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

৩৭ বর্ষ ৭ সংখ্যা ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ ২ ফাল্গুন, ১৪১৯

শাসকদলের চাপে বর্ধমানে বাতিল একের পর এক বিরোধীদের জনসভা-মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ ফেব্রুয়ারি : ৯ ফেব্রুয়ারির ব্রিগেডে বামপন্থীদের জন-সমাবেশে শাসক দলের হৃদকম্প শুরু হয়েছে। তারই প্রতিফলন দেখা গেল বর্ধমানে। রবিবার মঙ্গলকোটের নতুনহাটে একটি জনসভা হবার কথা ছিল, যেখানে বক্তা হিসাবে আসার কথা ছিল সি পি আই(এম) নেতা মহম্মদ সেলিম ও অমল হালদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের। পুলিশ প্রথমে অনুমতি দিয়েও এদিন তা বাতিল করলো। এই নিয়ে মঙ্গলকোটের মানুষের মধ্যে দারুন ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এভাবে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ তাঁরা কিছুতেই মেনে নেবেন না। রবিবার তাঁরা মঙ্গলকোটের সর্বত্র পথসভা, মিছিল করবেন।

একইভাবে জানা গেছে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি কেতুগ্রামে যে মাঠে জনসভা হবার কথা ছিল সে জমির মালিকের কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে জনসভা করার অনুমতি প্রত্যাহার করতে বাধ্য করে তৃণমূলি দুষ্কৃতীরা। এরপর পার্টির পক্ষ থেকে জানানো হয় অজয় নদের বালির চরেই জনসভা করা হবে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি। পুলিশ সেই অনুমতিও দেয়নি। পুলিশের সাথে শাসক দলের যৌথ ষড়যন্ত্রে সাম্প্রতিককালে বর্ধমান শহরেও দেখা গেছে উৎসব ময়দানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সভা করা যায়নি। সি পি আই(এম)-এর জেলা সম্পাদক অমল হালদার বলেছেন, জনসভা বন্ধ করে মানুষের মুখ বন্ধ করতে চাইছে শাসক তৃণমূল-কংগ্রেস। জনগণ এসব মেনে নেবেন না। আগামী লোকসভা ভোটে তৃণমূল যোগ্য জবাব পাবে।

লাগামছাড়া দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ এবং রাজ্যে বেড়ে চলা সন্ত্রাস ধর্ষণের প্রতিবাদে কালনা শহরে মিছিল করার অনুমতি চেয়েছিল যুবরা। কিন্তু কালনা পুলিশ যে অনুমতি দেয়নি।

এই নির্দেশ অমান্য করেই এদিন কালনা শহরের তেঁতুলতলা মোড়ে দেড় সহস্রাধিক যুবক-যুবতী জমায়েত হয়ে মিছিল করেন। সম্প্রতি রাজ্যের টেট দুর্নীতিতে কালনা শহর নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। কালনার বিধায়কের পাঁচ নিকট আত্মীয়র প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি হয়েছে। চাকরি হয়েছে দল বদল করে তৃণমূলে আসা এক পুর কাউন্সিলর মেয়ে-জামাইয়ের। এসব সংবাদে কালনা শহরে দারুন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েচে। কালনার তরুণ-তরুণীরা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছেন। এদিন ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কালনা জোনাল কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই মিছিলে উপস্থিত থেকে সকলকে উৎসাহ দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক সহ অনিল সেখ, জয়দীপ সেন প্রমুখ। মিছিল কালনা শহর পরিক্রমা করে পূর্ণ সিনেমার কাছে এসে শেষ হয়। এখানে পথসভায় বক্তব্য রাখেন যুব নেতা উদয় রায়।

ধর্ষণের প্রতিবাদে জাতীয় সড়ক অবরোধে আদিবাসীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৪ ফেব্রুয়ারি : পানাগড়ে মাটির উৎসব উদ্বোধন করার আগের দিন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন জঙ্গলমহল এলাকার আদিবাসীরা। 'মা-মাটি-মানুষ'-এর সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর আমলে মা যেভাবে ধর্ষিতা

হচ্ছে তার জবাব চাইতে পানাগড় ২ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে হাজার হাজার মানুষ। আওয়াজ ওঠে—উৎসব নয়, ধর্ষকদের শাস্তি চাই।

ঘটনার সূত্রপাত ১৩ ফেব্রুয়ারি দেবশালা গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলডাঙা গ্রাম সংলগ্ন জঙ্গলে। সনাতন টুডু তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আত্মীয়র বাড়ি থেকে ফিরছিলেন। পথে কয়েকজন দুষ্কৃতী সনাতন টুডুকে পিছমোড়া করে বেঁধে, স্ত্রীকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে। এরপর সনাতন কোনরকমে বাঁধন খুলে গ্রামে খবর দেয়। গ্রামবাসীরা দু'জন দুষ্কৃতীকে ধরে ফেলে। পুলিশে খবর দিলে ধরে নিয়ে যায়। থানায় পুলিশ চাপ দেয় মিটিয়ে নেওয়ার জন্য। ধর্ষণের জন্য অভিযোগ নিতে চায় নি। সমগ্র এলাকার আদিবাসী সমাজ থানায় ভূমিকার প্রতিবাদে আদিবাসী সমাজ পথ অবরোধ করে। এখানে ছিল আদিবাসী অধিকার রক্ষা মঞ্চ, মহিলা সমিতি এবং যুব সংগঠন।

ধর্ষিতার স্বামী সনাতন টুডু আদিবাসীদের জমি ও বাস্তু আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এলাকার জমি এবং বাস্তু কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়। এই সনাতন টুডু বুক চিতিয়ে লড়ছে এলাকার জোতদার বক্সি পরিবারের বিরুদ্ধে। দেবদাস বক্সি বর্ধমান জেলার সাধারণ সম্পাদক এবং জেলা পরিষদ সদস্য। জোর করে গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করে জমি দখল করতে নামে এই বক্সি পরিবার। দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করছে আদিবাসীরা। তার জেরেই এই ধর্ষণ।

ত্রিপাক্ষিক চুক্তির দাবিতে শিল্পাঞ্চলে অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১৫ ফেব্রুয়ারি : ত্রিপাক্ষিক চুক্তি কার্যকরের দাবিতে সারাদিন অবস্থান বিক্ষোভে দুর্গাপুরের লৌহ-ইস্পাত ভিত্তিক শ্রমিকরা সামিল হলেন। সি আই টি ইউ-র ডাকে সাড়া দিয়ে জামুড়িয়ার ইকড়া, রাজারাম ডাঙা, যাদু ডাঙায় কারখানাগুলির সামনে বিক্ষোভসভায় এদিন বক্তব্য রাখেন শ্রমিকনেতা মনোজ দত্ত, তাপস কবি, সুন্দর যোশী প্রমুখ। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, পরিচিতিপত্র, ই এস আই, পি এফ, অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত বেতন ইত্যাদি দাবিসহ সি আই টি ইউ নতুন দাবিপত্র পেশ করেছে। পুরনো চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০১৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি। রাজ্য শ্রম দপ্তর এ বিষয়ে উদাসীন। রাজ্য শ্রমি কমিশনারের কাছেও দরবার করেছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এদিকে মালিক পক্ষের স্বেচ্ছাচার চরমে উঠেছে। আদায়ীকৃত দাবিগুলিকে তারা উপেক্ষা করেছে। চলছে তীব্র শোষণ। তৃণমূলের তোলা আদায় চলছে, শিল্পাঞ্চলে চলছে চরম নৈরাজ্য। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থান বিক্ষোভ থেকে এদিন শিল্পাঞ্চলে নতুন করে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষের হাতে ধর্মঘটের নোটিশও ধরানো হয়। ত্রিপাক্ষিক চুক্তির দাবি না মানা হলে একদিনের প্রতীক ধর্মঘট হবে বলে জানালেন সি আই টি ইউ নেতৃবৃন্দ।

কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে শক্তিগড় জুট পার্ক শ্রমিকদের আন্দোলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১১ ফেব্রুয়ারি : শক্তিগড় জুটপার্কে শ্রমিক অসন্তোষের জেরে অচলাবস্থা চলছে। দু'দিন ধরে উৎপাদন বন্ধ। এদিন সকালে জুটপার্কের শ্রমিকরা কারখানায় গিয়ে দেখেন কারখানা বন্ধ। ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা রাস্তা অবরোধ করে। শ্রমিকদের অভিযোগ সরকার নির্ধারিত মজুরি দেওয়া হচ্ছে না। পি এফ-এর টাকা ঠিক মতো জমা হচ্ছে না। জুটমিল কর্তৃপক্ষকে মোবাইলে ধরা হলে তাঁরা জানান, শ্রমিকদের ভুল বোঝানো হচ্ছে। অন্যদিকে শ্রমিকরা জানান বারে বারে মালিকদের তাদের দাবি দাওয়া জানানো হয়েছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিলেও কোনো সুরাহা হয়নি। সেই

কারণে তাঁরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবি মানে না। উল্টে এদিন সকালে কারখানার গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়। দীর্ঘক্ষণ তাঁরা শক্তিগড় বড়শুল রাস্তা অবরোধ করে রাখেন।

কৃষি কারিগরি কর্মী সংস্থার মিলন মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ ফেব্রুয়ারি : কৃষি কারিগরি কর্মী সংস্থার বর্ধমান জেলা কমিটির আহ্বানে 'মিলন মেলা ২০১৪' ফাল্গুনের দ্বিতীয় দিনে বসন্তের ডালি নিয়ে এল বর্ধমান শহরের জেলা কর্মচারী ভবনের আঙিনায়। 'মাতঙ্গিনী, কাদম্বিনীর বঙ্গদেশে আজকের নারীরা এবং আমরা' শীর্ষক এক আলোচনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী, প্রখ্যাত সাংবাদিক ত্রিদিব ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট কবি মন্ত্রাক্রান্ত সেন এবং বিশিষ্ট অভিনেতা পরান বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোচনায় এবং কবিতা পাঠে উপস্থিত সকলকে দু'ঘন্টা টান টান উত্তেজনায় রঙ্গরসে এবং ব্যাঙ্গাত্মক বাচনিক উৎকর্ষে জমিয়ে রাখলেন ওঁরা। সঞ্চালনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক রুদ্রকান্ত ভট্টাচার্য। শুধুমাত্র রাজনৈতিক কচকচানি নয়, মননশীল ভাব্যেও কামদুনি থেকে গেছে। সম্প্রতি লাভপুরের ধর্ষণকাণ্ডের সমস্ত ঘটনাগুলিকে উদ্ধৃত করে সকলে কৃতিত্বের সঙ্গে উপস্থিত মানুষদের বুঝিয়ে দিলেন প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ভাষা আরো অন্যরকম হতে পারে। সংগঠকদের উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষ শুধু সাধুবাদ দিয়ে নয় বারবার করতালি এবং হর্ষধ্বনিতে সংগ্রামী অভিনন্দন জানান।

বক্তব্য পত্রিকা উত্তোলন, শহিদ বেদীতে মাল্যদান সহ উদ্বোধনী সঙ্গীতের সমস্ত আয়োজনই ছিল উচ্চ মননশীল চেতনার রঙে রাঙানো। বর্ণাঢ্য এই আঙ্গিকে উদ্বোধনী ভাষণে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের এই সময়ের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব করালী চ্যাটার্জী। কেন্দ্রের সরকারের স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প, রাজ্য সরকারের চিটফাণ্ড ধোঁকাবাজির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে তিনি সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা না দেওয়ার পর্দা ফাঁস করে দেন তাঁর সুনিপুণ বক্তব্যের মাধ্যমে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন প্রণব আইচ, সুনির্মল রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন দেবদুলাল দত্ত, কিশোর মল্লিক, রণজিৎ দত্ত, সুমন চট্টোপাধ্যায় এবং স্নেহাংশু গোস্বামী।

মিলন মেলার আসরে এঁরা আয়োজন করেছিলেন ক্রিড়া প্রতিযোগিতা, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। ছিল কবিতা পাঠের আসর, ম্যাজিক এবং সঙ্গীতানুষ্ঠান। উপস্থিত কর্মী এবং কর্মী পরিবারের সদস্য সকলেই নতুন প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন এবং সংগঠকদের শুভ কামনা জানান।

পুলিশি হেনস্থার প্রতিবাদে আইনজীবীদের কর্মবিরতি বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১১ ফেব্রুয়ারি : একজন আইনজীবীকে পুলিশি হেনস্থার প্রতিবাদে বর্ধমান আদালতের আইনজীবীরা অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ডাক দিলেন। গতকাল রাতে বর্ধমান আদালতের আইনজীবী শান্তিরঞ্জন হাজরার বাড়িতে বর্ধমান থানার পুলিশ গিয়ে আইনজীবীকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাকে খুঁজে না পেয়ে তার বাড়িতে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে। ঘটনার সূত্রপাত বেশ কয়েকদিন আগে বর্ধমানের বিবেকানন্দ কলেজ মোড়ে আইনজীবী শান্তিরঞ্জন হাজরার বাড়ি। সেখানে তিনি বাড়ির পাশে একটি জায়গা কেনেন। এরপর ওই জায়গাটি ঘিরতে গেলে বাধা পান। ঘটনাস্থলে গিয়ে বর্ধমান থানায় পুলিশ

তাকে হেনস্থা করে। এদিন কার্যত আইনজীবীরা আদালতের গেটে তালা দিয়ে কোনো পুলিশের ভ্যান বা গাড়িকে ঢুকতে দেননি। আইনজীবীরা জানান যতক্ষণ না এই ঘটনার জন্য পুলিশের তরফে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে তত দিন তাদের আদালতে কর্মবিরতি চলবে।

নতুন চিঠি

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

মারে কেষ্ট রাখে কে!

প্রবাদ বলে 'রাখে কেষ্ট মারে কে'। পশ্চিমবঙ্গে সেই প্রবাদ এখন উল্টে হয়েছে 'মারে কেষ্ট রাখে কে'! কেষ্ট মানে পশ্চিমবঙ্গের মহামহিমাময়ী মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহধন্য মহবলী অনুচর অনুব্রত মণ্ডল। স্নেহদাত্রী সেই মহানেত্রীর বিরোধী-নিধন মহাব্রতেরই তো তিনি সার্থকনামা অনুব্রতী। কাজেই স্বয়ং সেই দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর ফ্রি লাইসেন্স যার হাতে, সেই কেষ্ট যদি মারে তো বাঁচাবে কে? মহানেত্রীর আশীর্বাদই অনুব্রতবাবুর অক্সিজেন, যা অনুব্রতবাবুর শরীর সুস্থ রাখার জন্য যে অক্সিজেন ব্যবহার করতে হয় তার চেয়েও অনেক গুণ বেশি উদ্দীপক। এর জোরেই তো তিনি খোলা সভায় দাঁড়িয়ে বিরোধীদের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, বাড়িতে হামলা করা, হাত কেটে নেওয়া, প্রাণ কেড়ে নেওয়া, পুলিশকে বোমা মারা, এমনকি বেয়ারা সাংবাদিকদের শায়েস্তা করার ফরমান জারি করে তৃণমূলি নন্দীভৃঙ্গীদের উদ্দীপ্ত করতে পারেন। দলের দামাল ছেলেদের নিয়ে কাজেও করে দেখাতে পারেন। এমনি এমনি তো আর দলনেত্রী তাঁকে 'ভালো সংগঠক'-এর সার্টিফিকেট দেন নি। সাগর ঘোষ হত্যাকাণ্ডের অভিযুক্তদের তালিকায় এক নম্বরে থেকেও তাই তিনি মুক্তবঙ্গে বীরদর্পে যত্রতত্র দাপিয়ে বেড়াতে পারেন।

সহজ প্রশ্ন—তা হলে সরকার আছে কেন? উত্তর তার চেয়েও সহজ—সরকারটা তৃণমূলের, তাই অবাধ অধিকার একমাত্র তৃণমূলিদের, তৃণমূলি কেষ্টদের হাতে বিরোধীদের মার খাবার অধিকার ছাড়া আর কোনো অধিকার নেই। প্রতিকারেরও কোনো উপায় নেই। আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ ও তার পুলিশ প্রশাসন সবই তৃণমূল দলের তথা তার সর্বাধিনায়িকা মুখ্যমন্ত্রীর করতলগত, চলে তাঁর অঙ্গুলি হেলনেই। ট্যা-ফু করলে কারুরই রক্ষা নেই। কোথা থেকে কোথায় চলে যেতে হবে তার কোনো ঠিক নেই।

বাকি রইলো বিচার বিভাগ। তাকে তো তিনি পাত্তাই দেন না। তাঁকে ঠিক পথ দেখাবে এমন কেউ জন্মেছে নাকি? আর বিচার বিভাগ তার যা-ইচ্ছা রায় দিক, তাকে বলবৎ তো করবে শাসন বিভাগই। দেওয়ানি বিচারের স্তর বেয়ে উঠতে উঠতে প্রজন্ম পেরিয়ে যাবে। আর ফৌজদারি মামলা তো চলে পুলিশের দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতেই। আসামীকেও ধরবে তো সেই পুলিশই। কোন পুলিশের এতো বুকের পাটা যে সরকার বা দলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায়। দময়ন্তী সেনই তো তার প্রমাণ। অবস্থা এখন এমন যে হাইকোর্টের অনুরোধে তিনিও সাগর ঘোষ হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার নিতে রাজি হননি। যাঁরা অবশেষে ভার পেয়েছেন, তাঁরা কী করবেন অপেক্ষা করতে হবে ও দেখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী যখন হাসিহাসিমুখ অনুব্রতকে পাশে বসিয়ে প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করেছেন 'আমি লাস্ট পর্যন্ত দেখে ছাড়বো', তখন অনুব্রত তো নিশ্চিন্তই, তদন্তকারীরাও বুঝে গেছেন তিনি কী চান।

বিচারাধীন একটি মামলা সম্পর্কে এইভাবে প্রকাশ্য উক্তি করা যায় কিনা, তা নিয়ে সংবিধান বিশেষজ্ঞরা মাথার চুল ছিঁড়ুক, তাতে কিছুই আসে যায় না মহানেত্রীর। মানবাধিকার কমিশনের কী হাল করে ছেড়েছেন, তা তো সবাই দেখেছে। বিচারবিভাগেরও সাহস থাকে তো যা খুশি করুক, কেননা পাল্টা যা খুশি করায় তাঁকে ফেল করাবার সাধ্যি কারুর নেই। হিটলারিতে হিটলারকেও কীভাবে হার মানাতে হয় তিনি জানেন। হিটলারের ভবিষ্যত? অবান্তর প্রশ্ন! কেননা যা ঘটছে সবই তো বর্তমান, ভবিষ্যত ভাবনা তাই চিন্তাশক্তির অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

এক ডজন প্রশ্ন

১. বিশ্ব বিবাহ দিবস কবে পালিত হয়?
২. কবি মধুসূদন দত্ত কবে কোথায় এবং কার কাছে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নেন? তখন তাঁর কী নাম হয়? কে সাক্ষী ছিলেন?
৩. কলকাতার বিধানসভা ভবন-এর কবে উদ্বোধন হয়?
৪. স্বাধীন ভারতে কবে লোকগননা শুরু হয়েছিল?
৫. সর্বভারতীয় কৃষক নেতা রামনারায়ণ গোস্বামী কবে প্রয়াত হন? জন্ম কবে?
৬. নতুন দিল্লির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কবে হয়েছিল? নতুন দিল্লির স্থপতি কে কে ছিলেন?
৭. কমিউনিস্ট নেতা সরোজ মুখার্জি কবে প্রয়াত হন? জন্ম কবে হয়েছিল?
৮. ভ্যাটিকান সিটি কবে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়? কোন মহাদেশে অবস্থিত? কত মানুষের বাস?
৯. দীর্ঘ ২৭ বছর জেলে থাকার পর নেলসন ম্যাণ্ডেলা কবে কোন জেল থেকে মুক্তি পান?
১০. চীনের ২০০০ বছরের রাজতন্ত্রের কবে অবসান ঘটে? কোন রাজাকে সিংহাসন চ্যুত করা হয়?
১১. দিল্লিতে পার্লামেন্ট হাউসের প্রতিষ্ঠাফলক কে কবে প্রতিষ্ঠা করেন? কবে এই ভবনের উদ্বোধন হয়েছে?
১২. ছন্দের জাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কোথায় কবে জন্মান? তাঁর ছদ্মনাম কী ছিল?

(উত্তর শেষের পাতায়)

রেল বাজেট : মমতা থেকে খাড়গে

মেলাবেন তিনি মেলাবেন!

দীপঙ্কর

২০০৯-২০১১ পর্বে ইউ পি এ সরকারের বিদায় লগ্নে রেলমন্ত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। এমন কোনো দিন ছিল না কোনো না কোনো প্রকল্পের কথা ঘোষণা হচ্ছে। তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে সার্বিক বিরোধিতা সংগঠিত করতে কেন্দ্রের রেলদপ্তরকে তিনি যেমন খুশি তেমন ব্যবহার করেছিলেন। সেই কাজে পূর্ণ মদত ছিল তখন কংগ্রেস নেতৃত্বের। তখন ছিল ওঁদের মধুচন্দ্রিমার কাল। তারপরও তৃণমূলের আরো দু'জন মন্ত্রী চালিয়েছেন রেল। লম্বা-চওড়া প্রতিশ্রুতি ছিল রেলবাজেটে। কোথায় গেল সেই সব স্বপ্নের বাস্তবায়ন!

ভাঁওতার খেলা দিয়ে যা শুরু হয়েছিল সেদিন রেলে, আজ তা চলছে রাজ্যে। তৃণমূলের সরকারি প্রশাধনী মুখোশের আড়ালে আর ঢেকে রাখা যাচ্ছে না বাংলার মুখ। তৃণমূলের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে রেল, কিন্তু দুর্ভোগ বেড়েছে বাংলার। ইউ পি এ সরকারের শেষ রেল বাজেটে রেল পরিষেবাকে বাজারের হাতে তুলে দিয়ে রেলের গঙ্গাযাত্রার শুভ সূচনা করেছেন এবারের রেলমন্ত্রী মল্লিকার্জুন খাড়গে। তাঁর খর্গের একটি চোপে যাত্রী ভাড়া, পণ্য মাশুল বাড়েনি বটে তবে রেলে এবার প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ স্বাগত। রেলের ভাড়া-মাশুল নির্ধারণ করবেন এবার থেকে স্বাধীন কর্তৃপক্ষ। বেশি ভাড়ার ১৭টি প্রিমিয়াম ট্রেন চালু হবে। বেশি ভাড়া কেন?

পারস্পরিক ভরর্তুকি উঠে গিয়ে বাড়তে চলেছে রেলের ভাড়া। শূন্যপদে নিয়োগ নেই, অথচ যাঁদের অবসরের সময় এসেছে তাঁরা তো অবসর নেবেন। কর্মী সংখ্যা কমবে অবধারিত, তাহলে রেল চলবে তো?

মোট নতুন ট্রেন ৭৩, রাজ্যের প্রাপ্তি ১০। অধীর চৌধুরী হাসছেন। বাংলার কেউ হাসতে পারছেন না। কারণ কারোর লাভ হয়নি, অধীর চৌধুরীর লাভ হয়েছে। তাঁর পদোন্নতি হয়েছে। তৃণমূলের রেলমন্ত্রীদের ঘোষণা ও শিলান্যাসগুলিকে কবরে পাঠাবার ব্যবস্থা তিনি অসামান্য সাফল্যের সঙ্গেই করতে পেরেছেন। যদিও প্রতিশ্রুতির ফানুস উড়িয়ে, গালগল্প ফেঁদে সাধারণ মানুষের মন জয়ের নানা ফন্দি এঁটে তৃণমূল নেত্রী সরাসরি রেল ছেড়ে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর তখ্‌তে আরোহণ করেছেন।

নতুন বাড়ি, নতুন অফিস—আরাবুল, অনুব্রত তাঁর বাঁহাত-ডানহাত। 'কেউ কেউ কেষ্টর পিছনে লাগছে বলে' তাঁর খুব মনোকষ্ট! দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া নয়, বাংলায় বসে দেশের প্রধানমন্ত্রী তৈরি করাই তাঁর এখন একমাত্র প্রধান লক্ষ্য বলে দলীয় কর্মীদের কাছে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন শনিবার বর্ধমানে। বলেছেন, 'আমি বাংলা ছেড়ে কোথাও যাব না। শত চেষ্টা করলেও কেউ আমাকে বাংলার মাটি থেকে সরাতে (পড়ুন উপরে ফেলতে) পারবে না। তৃণমূল-কংগ্রেসকে সর্বভারতীয় দলে পরিণত করে বাংলার মর্যাদা বৃদ্ধি করব। এটা আমার চ্যালেঞ্জ, চ্যালেঞ্জ এবং চ্যালেঞ্জ।' তাঁর কথায় অবশ্য পূর্ণচ্ছেদ ছিল না।

কিন্তু ইউ পি এ সরকারের রেলমন্ত্রী হিসাবে তিনি যে লোকসভায় ২০০৯-১০ বাজেট বেশ করার সময়ে বলেছিলেন খড়গপুর, বারাসত, গার্ডেনরিচ এবং শিয়ালদার বি আর সিং হাসপাতাল সহ অন্যান্য জায়গায় পি পি পি মডেলে মোট ৭টি নার্সিং কলেজ তৈরি করবেন। মাঝেরহাট এবং গার্ডেনরিচে তিনি যে এজন্য ২০১০ সালের ২০ জুন এবং ৯ সেপ্টেম্বর শিলান্যাস করেছিলেন? তার কী হবে?

২০১০-১১ সালে রেল বাজেটে বলা হয়েছিল, রেল দপ্তর ৫২২ টি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ৫০টি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় এবং নবোদয় বিদ্যালয়ের ধাঁচে ১০টি আবাসিক স্কুল তৈরি করবে। বলা হয়েছিল, আসানসোল, ডানকুনি, গার্ডেনরিচ, হলদিয়া, হাওড়া, কাঁচড়াপাড়া, খড়গপুর, মালদা, নিউ ফারাক্কা, নিউ জলপাইগুড়ি, রামপুরহাট, রানাঘাট, শিলিগুড়িতে মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি করবে রেল। ১৩টির একটিও যে হয়নি।

ফিরে যাই আরো একটু পিছনে। ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে ১ ফেব্রুয়ারি ই এম বাইপাসের ধারে আই টি সি হোটেলের কাছে একটি হাসপাতালের শিলান্যাস করেছিলেন বাজপেয়ী মন্ত্রীসভার তৎকালীন কয়লা ও খনি দপ্তরের মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। ঘোষণা ছিল কয়লা ও খনি দপ্তর এবং তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত কলকাতা পুরসভার যৌথ উদ্যোগে এই হাসপাতালটি তৈরি হবে। কোথায় গেল সেই হাসপাতাল?

হাওড়ার শালিমারে ২০০৯ সালের ২৯ নভেম্বর রেলের জমিতে অটোহাবে শিল্যান্যাস হয়েছিল। সেদিনের ভাবী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে রেলমন্ত্রীর মুখের বক্তব্য ছিল, 'শালিমার এলাকায় কর্মসংস্থান হবে। তৈরি হবে অনুসারী শিল্প, অটোলজিস্টিক পার্ক, লজিস্টিক হাব। সেখানেও কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে।' সিঙ্গুরে কিষাণ-ভিশন প্রকল্প, নোয়াপাড়ায় মেট্রো রেলের কোচ তৈরির কারখানা, কাঁচড়াপাড়ায় রেল কোচ ফ্যাক্টরি! কত আর বলবো!

আসলে কেন্দ্রীয় সরকারকে এবং তার দপ্তরগুলিকে নানাভাবে বামফ্রন্ট সরকারের পতনের কাজে লাগিয়েছিলেন তিনি। এখন রাজ্যের সরকারে তৃণমূল, খোয়াব দেখছেন তিনি কেন্দ্রের সরকারের। সরকারি লক্ষ লক্ষ কোটি টাকায় বিজ্ঞাপন উড়িয়ে একটার পর একটা প্রকল্প বাতাসে মিলিয়ে গেছে। এখনও যাচ্ছে। ভাবী মুখ্যমন্ত্রী ভাবমূর্তি যাতনে গড়ে তোলা হয়েছে। এখনও চলছে একই কাজ। এখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী, বিজ্ঞাপনের ভাষা বদলেছে শুধু।

সামনে লোকসভা নির্বাচন। কলকাতায় জনসভা করেছেন গুজরাট নরেশ নরেন্দ্র মোদী। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে ক্ষমতার এলাকা ভাগাভাগি করে দেশ শাসনের কাজ করতে চান। আর তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপিকে মেলানোর চেষ্টা করছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। এতদিন মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে মোদী ছিলেন অচ্ছুৎ ওঁদের কাছে। আমেরিকা মোদীকে ভিসা দেবে না বলে ঘোষণা করেছিল। সেই আমেরিকার রাষ্ট্রদূত মোদীর বাসভবনে গিয়ে মোদীর হাত ধরেছেন। এবার তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর হাতে সেই হাত মেলাতে আগ্রহী। সাধে কি বাংলার কবি বাউল গান বাঁধেন, মেলাবেন তিনি মেলাবেন! সেই মেলাবার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে অবিচল কাজ করে চলেছে যারা তারা যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। এই বার্তা নতুন করে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিতে তৈরি হচ্ছে বাংলার যুবশক্তি।

মানুষের স্বার্থে বিকল্প নীতির সরকার গড়তে হবে। কংগ্রেস বা বিজেপি নয়—দেশের ঐক্য, সংহতি, অখণ্ডতা রক্ষা করতে পারে সাধারণ গরিব মানুষের স্বার্থে গড়ে তোলা একটি বিকল্প নীতির সরকার। আকাশ-ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, ঘরে ঘরে অসংখ্য বেকার, সীমাহীন দুর্নীতিতে ডোবা এই সরকারকে আর সহানুভূতি নয়—দেশের শ্রমজীবী গণতান্ত্রিক মানুষকে এবার পথে নামতেই হবে। সাম্প্রদায়িক ও বিভেদপন্থী শক্তিকে দুর্বল করার জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আরো জোরদার করতে হবে। ভাষার নামে, জাতপাতের নামে, ধর্মের নামে গরিব মানুষের ঐক্য যেন দুর্বল না হয়। নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে আগামী দিনে ঢালাও বিজ্ঞাপনী প্রচার দৃশ্য ও শ্রাব্য মাধ্যম শুধু নয় ছাপার অক্ষরেও মোহময় ইন্দ্রজাল তৈরি করবে। যতই রেল কম্ ঝমাঝম' বাদ্য বাজুক! রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা আড়াল করার চেষ্টা, অন্যদিকে মিথ্যে ফানুস রচনা—কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপনী অর্থের স্বার্থে সংবাদপত্রগুলির ভোলবদল মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। মানুষ তার অভিজ্ঞতায় মধ্য থেকেই আগামী দিনে মেহনতি মানুষের সরকার গড়ার স্বার্থেই দিকনির্দেশ করবেন—কবির ভাষায় যাকে সত্যি বলা যাবে ''মেলাবেন তিনি মেলাবেন!''

পাঠকের কলম — মতামত পত্রপ্রেরকের নিজস্ব

চুলকে নে!

শেষ দিনে আবার কামড় বসালো শীত। ফাল্গুনের প্রথমেই শিমুল-পলাশ রঙ নিয়ে হাজির হলেও রঙের মূর্ছনায় তার কেটে দিল বৃষ্টির সাথে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট। আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাষের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই এল ফের শীতের বেলা। তুলে রাখা লেপ-কম্বল নতুন করে পারতে হল গৃহস্থকে। ভ্যালেনটাইন দিবসে কৃষ্ণসায়র পার্ক ও শহরের ইতি-উতিতে কুপোকাত নবীন যুবরা। সারারাতের অকাল বর্ষণে মাথায় হাত সবজি চাষিদের। আলু, লঙ্কা, বেগুন পচতে পারে মাঠেই। গরম জামাকাপড় যাদের আছে, তুলে ফেলবার কথা যারা ভাবছিলেন তারা আবার ঝেড়ে-ঝুড়ে গায়ে চাপালেন। সব থেকে সমস্যা পথ শিশুদের। দু-দিন আগে শহরে উদীয়মান বাংলা চলচ্চিত্রের নায়িকা তাদের আদর করে জন্মদিনের কেক কেটে খাইয়ে দিয়ে গেছেন। আজ তাদের মাথার উপর আশ্রয় নেই, গায়ে নেই গরম জামাকাপড়। এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে যে গা গরম করবে সে গুড়ে বালি। ছিপছিপে বৃষ্টিতে সর্বত্র কাদা। শহরময় জঞ্জালের পাহাড়, পথের দুপাশে আবর্জনার পাহাড় জমেছে। মেঘলা দিনে ধাঙড়রা কেউ কাজে নামেনি। এদিকে রাস্তায় মোড়ে মোড়ে নিয়ন আলোর স্তম্ভ বসছে। আলোক মালায় ঝলসে উঠবে বর্ধমান শহরের মধ্যগগন। এদিকে বর্ধমানে লোডশেডিং বেড়েছে প্রচণ্ড। কেউ কি কিছু বলছেন? নাট্য মেলার পাস দিচ্ছেন শহরের থানা। কুলোকে বলছে পুলিশ এই রাজ্যে সংস্কৃতির ধ্বজা ওড়াচ্ছেন। হিটলারের যুগেও দেখেনি এমন জিনিস মানুষ! কী যুগ এল রে পাগলা! সবই দিদির মহিমা! গাছে আমের মুকুল নেই, রাস্তায় সজনে ফুলের গড়াগড়ি। এই সুযোগ, পাগলা এবার একটু চুলকে নে!

—খগেন দাস, বর্ধমান

তেলে বেগুনে, তেলেঙ্গানা এবং ...

স্থান দিল্লির লোকসভার অন্দরমহল। কাল ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, বৃহস্পতিবার। বারোটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। তেলেঙ্গানা বিল পেশ হওয়ার কথা। স্পিকার তখনও আসেননি। প্রেস গ্যালারি থেকে সাংবাদিকরা দেখলেন অন্ধ্রপ্রদেশের সীমান্ধ্র এলাকার সাংসদরা ওয়েলে নেমে দাঁড়িয়ে আছেন। স্পিকার আসার ঘোষণা হতেই তেলেগু দেশম সাংসদ মোদগুলা বেনুগোপাল রেড্ডি ছুটে গেলেন সেক্রেটারি জেনারেলের টেবিলের দিকে। ততক্ষণে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাত থেকে তেলেঙ্গানা বিলের কপি কেড়ে নিতে হাজির হয়েছেন একদল সাংসদ। তারপরই প্রচণ্ড শব্দ। টেবিলের মোটা কাচ ভেঙে ছত্রখান। ল্যাপটপ ভেঙে পড়ল। মার্শালরা বেনুগোপালকে সরিয়ে নিতে গেলেন। ততক্ষণে তাঁর উপরে তেলেঙ্গানাপন্থী সাংসদেরা চেপে বসেছেন। দেখা গেল অভিনেতা সাংসদ একদা হিন্দি চলচ্চিত্রের নায়ক রাজ বব্বর এবং জগন্নাথ রাও ভীষণ ভাবে সক্রিয়। ততক্ষণে বেনুগোপাল পকেট থেকে স্প্রে বের করে প্রবল আক্রোশে চারদিকে ছেটাতে শুরু করেছেন। বোতলবন্দি সৌরভ নয়, গোলমরিচের বা লঙ্কার ঝাঁঝের মতো ঝাঁঝ ছড়িয়ে পড়লো লোকসভার অন্দরমহলে।

কাশতে কাশতে স্পিকার সভা মুলতুবি করে বাইরে গেলেন। কাশি, চোখে-মুখে জ্বালা। লোকসভার গোটা পাঁচেক দরজা দিয়ে সাংসদরা হুড়হুড় করে ছুটে বের হতে চাইছেন, তার মধ্যে মারপিট চলছে, মারামারি থামাতেও চাইছেন কেউ কেউ। পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ে কুরুক্ষেত্র শেষ। তিনজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। সংসদ ভবনে গোলমাল হবে এমন খবর ছিল। ভবনের বাইরে সেজন্য অ্যাম্বুলেন্স তৈরিও ছিল। তাই বাইরের লোক ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এমনকি সাংবাদিকদেরও প্রেস গ্যালারিতে ঢোকার আগে তল্লাশি করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী এবং কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন সনিয়া গান্ধী সভায় উপস্থিত ছিলেন না। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সংসদ ভবনে নিজের ঘরে। সাংসদ শরদ যাদব তাঁর ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করলেন, কী হচ্ছে এসব? ওদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নিন। প্রধানমন্ত্রী কমলনাথকে নির্দেশ দিলেন। দুপুর দুটোয় স্পিকার সভায় এসে সংশ্লিষ্ট আঠারো জন সাংসদকে সাসপেণ্ড করার ঘোষণা করতেই ওয়েলে উপস্থিত সাংসদ নারায়ণ রাও ধপ করে পড়ে গেলেন। তাঁর বুকে ব্যথা হচ্ছিল। শুয়ে শুয়েই প্রেসারের ওষুধ খেলেন। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা বলেছেন, তাঁর বাইপাস অস্ত্রোপচার করতে হবে। সবশুদ্ধ চারজন সাংসদকে ভর্তি করতে হয়েছে হাসপাতালে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। লোকসভার স্পিকার মীরা কুমার বলেছেন, দেশ এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে এই ঘটনা লজ্জার। বেলা তিনটেয় ফের সভা শুরু হলে দেখা যায় সীমান্ধ্রের কংগ্রেসের সাংসদ, মন্ত্রীরা 'সেভ অন্ধ্র প্রদেশ' হাতে লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে শ্লোগান দিচ্ছেন। ওঁদের পাশে রয়েছেন বহিস্কৃত সাংসদরাও। অবস্থা বুঝে সোমবার পর্যন্ত সভা মুলতবি করে দেন পরিচালনার দায়িত্বে থাকা সতপাল মহারাজ। দায়ী কংগ্রেসই, গলা চড়িয়ে বলল বিজেপি।

আদৌ কি বিল পেশ হয়েছে? সরকারের দাবি, বিল পেশ হয়েছে। এই বিল কি সংসদে পাশ করানো যাবে?

শিবানন্দ পাল

কংগ্রেস দাবি করেছে, কোনও সমস্যা হবে না। ভিড় থেকে কেউ টিপ্পনী কেটে বলল, বলছেন তো বেশ সমস্যা হবে না! তাহলে একসময় বিজেপি'র ভরসায় তেলেঙ্গানা বিল পাশ করাতে গিয়েছিলেন কেন? এখন তো দেখা যাচ্ছে, বিজেপিও তেলেঙ্গানা প্রশ্নে কংগ্রেসের পাশে নেই। একজন স্থানীয় কংগ্রেস নেতা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বললেন, সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা আমাদের। এতদূর এসে আর পিছনে ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। বিল পাশ করাতেই হবে। দরকার হলে ... । বাকিটা শোনা গেল না। পক্ককেশী বৃদ্ধ লালকৃষ্ণ কাঁপতে কাঁপতে বললেন, চার দশকেরও বেশি এই বাড়ির পাকা বাসিন্দা আমি। এমন কাণ্ড কখনও দেখিনি।

তেলেঙ্গানার বিরোধী ও সমর্থকদের তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠার ঘটনা ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে যেমন কালিমা লেপন করেছে, তেমনিই কংগ্রেসের ছন্নছাড়া করুণ অবস্থা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। মাত্র কয়েকটি আসন পাবে বলে রাজ্য ভাগের এই সিদ্ধান্ত। ইতিহাস থেকে কোনো শিক্ষাই নেয়নি কংগ্রেস। শুধু সিলেবাসে কার্জনের অংশটাই পড়েছে। দেশকে টুকরো টুকরো করে দেশ কখনও শক্তিশালী হতে পারে না। আঞ্চলিকতার রাজনীতি আজ গোটা দেশকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। শোনা গেছে এদিন সংসদভবনে আগুন নেভানোর ব্যবস্থাও রেখেছিলেন নিরাপত্তাকর্মীরা। কারণ এক সাংসদ গায়ে আগুন লাগানোর হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন। রাখা ছিল বেশ কিছু কম্বলও। যাদের ওপর আইন তৈরি করার ভার দেয় দেশের সাধারণ মানুষ, তাদের এই জঙ্গিপনা মানুষকে রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট করবে তো? এর আগে সংসদে সন্ত্রাসবাদী হানা দেখেছেন দেশের মানুষ। দেখেছেন সাংসদদের টেবিলে নগদ টাকার বাণ্ডিল। সেই কালো তালিকায় যুক্ত হল আজকের দিনটি।

পর পর দু-দিন সাংসদরা লোকসভার কাজকর্ম অচল করে দিলেন। বিরোধী নয়, এঁরা ক্ষমতাশীল ইউ পি এ সরকারের প্রধান শরিক দল কংগ্রেসেরই সদস্য। বুধবারই সভা ভণ্ডুল হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছিলেন, এমন দৃশ্য দেখলে আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের ডঙ্কা বাজতে চলেছে। কিছুদিন আগেই তিনি মানুষকে বার্তা দিয়েছেন, আর ফেরত আসছেন না লোকসভায়।

এদিনের লোকসভার ঘটনায় কোনও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি মমতা ব্যানার্জী। আগের দিন রেল বাজেটকে 'গিমিক' বলে মন্তব্য করেছিলেন। এদিন চুপ কেন? একজন জানতে চাইতেই পাশের বন্ধুটি বললেন, নভেম্বর ২০০৬ -এ এমন একটি ঘটনার নেতৃত্ব তিনিই তো দিয়েছিলেন রাজ্য বিধানসভায়। বিরোধী নেত্রী হিসাবে সেদিন তিনি সিঙ্গুরে ঢুকতে না পারার কারণে বিধানসভায় ফিরে এসেছিলেন। আর তারপরই শুরু হয় তৃণমূলি বিধায়কদের তাণ্ডবলীলা।

□

রাজনৈতিক আবহের মিডিয়া পূর্বাভাস—মোদী ঢেউয়ে এগিয়ে বিজেপিই। এরই মধ্যে শুভক্ষণে গান্ধীনগরে নিজের বাসভবনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ন্যান্সি পাওয়েলের মুখোমুখি বসেছেন নরেন্দ্র মোদী। গুজরাট দাঙ্গার পর এই প্রথম মোদীর সঙ্গে দেখা করলেন বিশ্বের ১ নং পুঁজির দেশের কোনও প্রতিনিধি। ভ্যালেনটাইনস্ ডে'র আগাম পাওনা বলেই ঘটনাটি মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। বিশ্বের এই ১ নং শক্তিধর দেশটির ভারত প্রতিনিধি আমাদের রাজ্যটির মহাশক্তিময় চালিকা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে মিডিয়ার সংবাদ। এদিকে গান্ধিবাদী আন্না-হাজারের মুখোমুখি বসে তাঁর পরামর্শ চাইবেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর দূত মুকুলবাবু আন্না-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ব্যবস্থা করে ফেলেছেন বলে সংবাদ মাধ্যমের খবর। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা সেটিং মাস্টার মুকুলবাবুর এইসব সেটিং যথার্থ ফল দান করে। সম্প্রতি রাজ্যসভার নির্বাচনে সেইরকমই দেখা গেছে।

রাজ্য কংগ্রেস শিবিরে উষ্ণ অভ্যর্থনায় আপ্লুত অধীর চৌধুরী শহরে পা দিয়েই মাভৈঃ বলে কংগ্রেসের হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছেন। সদ্য ব্রিগেড ফেরত বামপন্থী ছাত্র-যুবদের একটি দল হেঁকে বলে উঠলেন, অধীরবাবু মুর্শিদাবাদ সামলাবেন, না রাজ্য? দেখা যাবে!

□

সারদা কাণ্ডের পর হাইকোর্টে গাড়ুই কাণ্ডে প্রতিদিন নাজেহাল হচ্ছে রাজ্য সরকার। আদালত যাঁকেই তদন্ত করার ভার দিতে চাইছে তিনি তৎক্ষণাৎই হয় অসুস্থ, নয় রাজি হতে চাইছেন না। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা এমনই ভেঙে পড়েছে।

জানা গেল কামদুনির ক্লাবগুলিকে দেওয়া সরকারি চেক, বাউন্স করেছে, হয়তো আগামী দিনে এই কাণ্ডেও ভর্ৎসিত হতে হবে রাজ্য সরকারকে আদালতে।

রিক্সা চালকদের প্রতিরোধে পিছু হটলো গুসকরা পুরসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা : ১৮-২০ বছর ধরেই গুসকরা বাসস্ট্যাণ্ডের উল্টোদিকের ফাঁকা জায়গায় রিক্সাস্ট্যাণ্ডে রিক্সা দাঁড় করাতেন ২০-২২ টি চালক। সকলেই সি আই টি ইউ অনুমোদিত রিক্সাস্ট্যাণ্ডে ভ্যানচালক ইউনিয়নের সদস্য।

১৩ ফেব্রুয়ারি সকালে হঠাৎ তাঁরা দেখেন মাটি কাটার ড্রেজার ও পুলিশ ভ্যান নিয়ে পুরসভার পক্ষ থেকে লোক হাজির পূর্ত দফতর এখানে একটি সুলভ শৌচালয় করবে। একথা শুনেই ক্ষেপে ওঠেন রিক্সা চালকেরা। তাঁদের দাবি কেন তাঁদের সাথে আলোচনা না করে এমন কাজ করা হবে? তাতে দুপক্ষের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ সৃষ্টি হয়। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। তাদের দাঁড়াবার জায়গা কেড়ে নিচ্ছে পুরসভা। খবর চলে যায় শ্রমিকদের বাড়িতে। বাড়ি থেকে মহিলারা ঝাঁটা হাতে 'কী করে জায়গা দখল নেয়' এই বলতে বলতে স্ট্যাণ্ডের ওপর বসে পড়ে।

পুরসভা থেকে পুরপতি সহ আরও কয়েকজন কাউন্সিলর ঘটনাস্থলে চলে আসেন। চলে আসেন বিরোধী দলনেতা সহ কয়েকজন বিরোধী দলের কাউন্সিলরও।

শ্রমিকদের ও মহিলাদের চাপে অবশেষে পুর প্রশাসন পিছু হটে। দুপুরের দিকে দু-পক্ষের কাউন্সিলররা এবং শ্রমিকনেতা ও পাঁচজন শ্রমিকের উপস্থিতিতে বিকল্প জায়গা দেখা হয় এবং ১০ দিনের জন্য সেখানে ছাউনি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তখন রিক্সা শ্রমিকদের পক্ষ থেকে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

নতুন চিঠির কবিতা পাঠের আসর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ ফেব্রুয়ারি : নতুন চিঠি'র এবারের শনিবারের আড্ডায় মেঘমেদুর অপরাহ্নে কবিতা পাঠ করলেন বর্ধমানের নবীন প্রবীণ কুড়িজন কবি। আসন্ন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্মরণে সবাই কবিতা পাঠ করলেন এদিন। ভাষা আন্দোলনের প্রাসঙ্গীকতা নিয়েও আলোচনা হয়। সঙ্গীতে অংশ নেন অভিজিৎ দাশগুপ্ত, শ্যামাপদ চৌধুরী এবং রত্না রশীদ। আসর সঞ্চালনা করেন অরুণ মজুমদার। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ কবি কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়। আগামী ১৫ মার্চ কবিতা পাঠের পরবর্তী আসর বসবে বলে জানানো হয়।

স্কুল ছাত্রীদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১১ ফেব্রুয়ারি : স্কুল ছাত্রীদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ শিবির ও আলোচনা সভার উদ্বোধন করলেন জেলা শাসক সৌমিত্র মোহন। প্রতিটি স্কুল থেকে ২৫ জন করে ছাত্রী এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নিচ্ছেন। এরা পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য সহপাঠিনীদের আত্মরক্ষায় প্রশিক্ষণ দেওয়া ও সাহস দেওয়ার কাজ করবেন বলে এদিন জানালেন জেলাশাসক।

শক্তিগড় সংস্কৃতি উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, শক্তিগড়, ৯ ফেব্রুয়ারি : নানা অনুষ্ঠানের ডালি নিয়ে এবারে শক্তিগড় সংস্কৃতি উৎসবের উদ্বোধন হল স্থানীয় যুব গোষ্ঠী ফুটবল মাঠ ও সফদর হাসমি মুক্তমঞ্চে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষে তাঁকে বিনম্র চিত্তে স্মরণ করে এবারের উৎসবের মূল বিষয় 'সৌভ্রাতৃত্ব সুস্থ সমাজ'। উৎসবের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক স্মরণজিৎ চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক সোমনাথ চক্রবর্তী। সভাপতি ছিলেন কবি ও সঙ্গীতকার আবু সমিরুদ্দিন চৌধুরী।

রাইসমিল মালিক গুলিবিদ্ধ বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৩ ফেব্রুয়ারি : দুষ্কৃতীদের গুলিতে জখম হলেন শুভোজিৎ ব্যানার্জী এক রাইসমিল মালিক। তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে বর্ধমানের ২ নং জাতীয় সড়কের পাশে একটি বেসরকারি হাসপাতালে। তাঁর বাড়ি হুগলির উত্তরপাড়ায়। এদিন দুপুরে বর্ধমান থেকে খণ্ডঘোষ থানার জুবিলা গ্রামে তারা রাইসমিলে মোটর বাইকে করে যাবার পথে রাস্তায় গোপালপুরের কাছে দু'জন দুষ্কৃতী বাইক নিয়ে তাঁকে আটকায়। তাঁর সঙ্গের ব্যাগটি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। দুষ্কৃতীরা তখন তাঁকে গুলি করে। আহত শুভজিৎ ব্যানার্জীর পার্টনার সেখ কামাল উদ্দিন জানান ওই ব্যাগে টাকা ছিল না, তবে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ছিল। ব্যাগটি দুষ্কৃতীরা নিয়ে যেতে পারে নি।

ফরওয়ার্ড ব্লকের দলত্যাগী বিধায়ককে নিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক পোস্টার

বর্ধমান শহরের গুরুদোয়ারার উল্টো দিকে ফরওয়ার্ড ব্লক অফিসের সামনে একটি অভিনব ব্যাঙ্গাত্মক পোস্টার প্রদর্শনী। সম্প্রতি এই দলের গলসির বিধায়ক রাজ্যসভার ভোটের দিন টি এম সি-র প্রার্থীকে ভোট দেওয়ায় বহিস্কৃত হয়েছেন।

দুর্গাপুর স্কুল অফ নার্সিং-এর ষষ্ঠ ক্যাপিং এ্যান্ড ল্যাম্প লাইটিং অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি : আজ অনুষ্ঠিত হলো দুর্গাপুর স্কুল অফ নার্সিং-এর ষষ্ঠ ক্যাপিং এ্যান্ড ল্যাম্প লাইটিং। প্রথম বর্ষের ৫০ জন নার্সিং ছাত্রী, আধুনিক নার্সিং-এর প্রবক্তা ফ্লোরেন্স নাইটেংগেলের নামে মানুষের সেবার শপথ গ্রহণ করেন। শপথ পাঠ করান দুর্গাপুর স্কুল অফ নার্সিং-এর প্রিন্সিপাল তৃপ্তি দাস মহাপাত্র। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ই ডি (পি এ্যান্ড এ) এস কে মিশ্র, কামাক্ষী রামন (জি এম ইনচার্জ-পি এ্যান্ড এ), ডাঃ অশোক সিং (ডাইরেক্টর ইনচার্জ-মেডিকেল), ডাঃ কুলশ্রেষ্ঠ সহ অন্যান্য বিশিষ্টজন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দ্বিতীয় বর্ষের ইন্টার্ন নার্স ও অভিভাবকবৃন্দ। প্রধান অতিথির ভাষণে এস কে মিশ্র বলেন, দুর্গাপুর স্কুল অফ নার্সিং-এর কাজে তিনি অভিভূত। আজকের দিনে বিভিন্ন বেসরকারি নার্সিং কলেজ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে চালিত হয়। কিন্তু দুর্গাপুর স্কুল অফ নার্সিং সেই পথ বর্জন করেছে। তিনি দুর্গাপুর স্কুল অফ নার্সিং-এর ছাত্রীদের সেবা-পরায়ণতা ও সুশৃঙ্খল আচরণেরও ভূয়সী প্রশংসা করেন।

দুর্গাপুর স্কুল অফ নার্সিং-এর চেয়ারম্যান ইউ কে দাস জানান, ইতিমধ্যেই কলেজের খ্যাতি সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। তার জন্য তিনি কলেজের শিক্ষিকা-ছাত্রী-কর্মচারী- অবৈতনিক সহায়তাকারী ও অভিভাবকদের ধন্যবাদ জানিয়ে, ছাত্রীদের ফ্লোরেন্স নাইটেংগেলের নির্দেশিত পথে অগ্রসর হয়ে মানবসেবার প্রতি দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এছাড়াও, অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংস্থার সম্পাদক শিশির কুমার পালিত। সবশেষে ছাত্রীরা পরিবেশন করেন একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান ও রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা পরিবেশিত হয়। সফল ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

স্টেটব্যাঙ্কের বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় গ্রাহক হেনস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৭ ফেব্রুয়ারি : স্টেটব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় গ্রাহক পরিষেবা নিয়ে চরম বিশৃঙ্খলা চলছে। পেনশনভোগী থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র আমানতকারীরা ক্যাশে টাকা জমা দেওয়ার চালানের অভাবে খুবই নাজেহাল হচ্ছেন। ক্যাশে টাকা জমা দেওয়ার জন্য চালান শাখার মুখ্য ব্যবস্থাপকের ঘর থেকে নিতে হবে। সবাইকে এ টি এম ব্যবহারের জন্য মুখ্য ব্যবস্থাপক বাধ্য করছেন। ফলে ক্ষুদ্র আমানতকারী নাজেহাল হচ্ছে। বারে বারে কে ওয়াই সি দেওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকদের হেনস্থা হতে হচ্ছে। বহু গ্রাহক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অভিযোগও জানিয়েছেন।

বর্ধমানে পথশিশুদের সঙ্গে অভিনেত্রী পায়েল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ ফেব্রুয়ারি : বাংলা চলচ্চিত্রের উদীয়মান নায়িকা পায়েল সরকার তাঁর জন্মদিন কাটালেন বর্ধমানে এসে পথশিশুদের সঙ্গে।

ডাক বিভাগ ও ডাক কর্মী বন্ধুদের প্রতি

আমাদের বহু গ্রাহক অভিযোগ করছেন যে, পত্রিকা সঠিক সময়ে পাচ্ছেন না। কখনও কখনও দু-তিনটি সংখ্যা একসঙ্গে পাচ্ছেন। আবার কেউ কেউ পাচ্ছেনও না। ডাককর্মী বন্ধুদের প্রতি আমাদের আবেদন, গ্রাহকদের সময়ে পত্রিকা দিয়ে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

পড়ুন পড়ান গ্রাহক হোন

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক
প্রকাশিত হয় প্রতি শনিবার

পত্রিকায় মাসের প্রথম সংখ্যা : বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক।
দ্বিতীয় সংখ্যা : শিক্ষা-পরীক্ষা বিষয়ক।
তৃতীয় সংখ্যা : অর্থনীতি-সমাজনীতি-রাজনীতি, কৃষি ও শিল্প বিষয়ক।
চতুর্থ সংখ্যা : সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক—অন্য সংস্কৃতি।
পঞ্চম সংখ্যা : বিবিধ বিষয়ক।

আপনি আমাদের পাঠাতে পারেন

- আপনার মূল্যবান মতামত
- সমসাময়িক ঘটনাবলীর ওপর আপনার প্রতিক্রিয়া
- বিজ্ঞান-জনস্বাস্থ্য বিষয়ক জনপ্রিয় প্রবন্ধ
- অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতি নিয়ে প্রবন্ধ
- শিক্ষা ও শিক্ষার সমস্যা নিয়ে লেখা
- ইতিহাস চর্চা, জাতীয়-আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী, কৃষি-শিল্প সমস্যা চাষাবাদ প্রভৃতি যে কোনো বিষয়ে মৌলিক রচনা
- গল্প-কবিতা-ছড়া, রম্যরচনা ও রেখাচিত্র

সব ধরনের লেখার জন্যই আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

- লেখা যেন ৭০০ শব্দের মধ্যে হয়।
- কাগজের উপর ও পাশে যেন মার্জিন থাকে।
- জেরক্স বা কার্বন কপি গ্রহণীয় নয়।
- কপি রেখে লেখা পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- যে কোনও লেখা প্রকাশ সম্পর্কে সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

☐ আমাদের পত্রিকার বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ৫০ টাকা
☐ বছরের যে-কোন সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

নতুন চিঠি
৬২ বি. সি. রোড, বর্ধমান-১
ফোন : (০৩৪২) ২৫৫১৪৫৮, ফ্যাক্স : (০৩৪২) ২৬৬৫০৮৩

আমরা খবর বানাই না, জনমত গড়ি

বর্ধমান পুলিশের উদ্যোগে নাট্যোৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৪ ফেব্রুয়ারি : বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং বর্ধমান থানা নাগরিক কমিটির সহযোগিতায় চারদিনের নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করলেন বাংলা চলচ্চিত্রের খ্যাতনামা নায়িকা সন্ধ্যা রায়। সংস্কৃতি লোকমঞ্চে ১৪ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি এই নাট্য উৎসবের সঙ্গে তিনি একটি বাংলা নাটকের চিত্র প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করেন।

ধর্ষণের অভিযোগে স্কুল ছাত্র গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, আউসগ্রাম, ১১ ফেব্রুয়ারি : ভেদিয়ার বাগবাটি গ্রামের এক প্রতিবন্ধী যুবতীকে ধর্ষণের ঘটনায় পুলিশ গত ১১ ফেব্রুয়ারি সোনু দে নামে একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। বেশ কিছুদিন আগের ঘটনা হলেও এদিন প্রতিবন্ধী মেয়েটির বাবা সাধন খাঁ আউশগ্রাম থানায় অভিযোগ জানালে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

'বার্তা নয়' সময়ের ঘন্টা-র অনবদ্য প্রদর্শনী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৬ ফেব্রুয়ারি : নারী নির্যাতন, শিশু শ্রমিকের আধিক্য, মহাপুরুষদের মূর্তির অবমাননা সহ রাজ্যের নানা জ্বলন্ত সমস্যাগুলি উঠে এলো কালনা শহরের বাণী বন্দনায়। কালনা কোর্টের কাছে 'বার্তা নয়, সময়ের ঘন্টা' নামের এক ক্লাব তাদের বাণী বন্দনার মণ্ডপে বিভিন্ন সমস্যার শ্লোগান ও ছবি প্রদর্শন করে।

প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ ছিল মৃন্ময় দুই ধর্ষক এক নারী মূর্তির উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। তলায় লেখা— হা কৃষক আজও শত শত দুর্যোধন। নেতাজি ও বিবেকানন্দের মলিন মূর্তির নিচে লেখা—মহাপুরুষের মূর্তি চাপা পড়ে ধূলোয়। দুই শিশুকে দেখা যাচ্ছে কর্মরত অবস্থায় রয়েছে। তলায় লেখা—আজও আমরা শ্রমিক। এক শিশুমূর্তি চকলেটের বয়াম হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তলায় লেখা —আজ আমার চকলেট খাওয়ার সময়, অথচ আমাকে চকলেট বিক্রি করতে হচ্ছে। এইরকম বহু সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে।

প্রদর্শনী দেখে বহু মানুষকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে দেখা যায়।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি শ্রীকান্ত বাগদী, পিতা প্রয়াত সন্তোষ বাগদী, গ্রাম - সুলতানপুর, পোঃ - বোঁয়াইচন্ডী, জেলা- বর্ধমান। নোটারি পাবলিক বর্ধমানের নিকট ১৬ নভেম্বর, ২০১১ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার ভোটার পরিচয় পত্রে আমার নাম শ্রীকান্ত বাগদী নথিভুক্ত হয়েছে কিন্তু রেশনকার্ডে ভুলবশত আমার নাম শ্রীকান্ত রায়, পিতা সন্তোষ রায় নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমি সর্বত্র শ্রীকান্ত বাগদী, পিতা প্রয়াত সন্তোষ বাগদী নামে পরিচিত হলাম। শ্রীকান্ত বাগদী ও শ্রীকান্ত রায় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় রবিবার; ২। ১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি, কলকাতার ওল্ড মিশন চার্চে বিশপ ডিলট্রি সাহেব, 'মাইকেল'; রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়; ৩। ১৯৩১ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি; ৪। ১৯৫১ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি; ৫। ২০১০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি, জন্ম ৪-৪-১৯৩৪; ৬। ১৯৩১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি, এডুইন ল্যুটেনস এবং এডওয়ার্ড বেকার; ৭। ১৯৯০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি, জন্ম ১৪-১-১৯১১; ৮। ১৯২৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি, ইউরোপ মহাদেশ, এক হাজার জনের কম; ৯। ১৯৯০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি, ভিক্টর ভার্সটার জেল; ১০। ১৯২২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি, রাজা পুষি; ১১। ১৯২১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি, ডিউক অব কনট রাজকুমার আর্থার, ১৯২৭ সালে; ১২। ১৮৮২ সালে ১১ ফেব্রুয়ারি, বর্ধমানের চুপি গ্রামে, নবকুমার কবিরত্ন।

গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ৫০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। *-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি।*

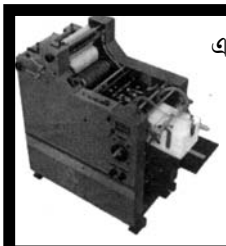

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

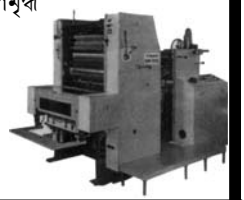

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা